তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর অমর হওয়ার পরিকল্পনা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে জড়-জাগতিক লাভের জন্য হিরণ্যকশিপু কিভাবে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কিভাবে প্রবল সন্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ব্রহ্মা পর্যন্ত কিছুটা বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিলেন, এবং কেন হিরণ্যকশিপু এই প্রকার কঠোর তপস্যায় রত তা দর্শন করতে তিনি নিজে গিয়েছিলেন।

হিরণ্যকশিপু অমর হতে চেয়েছিল। সে চেয়েছিল কেউ যেন তাকে পরাজিত করতে না পারে, সে যেন কখনও জরা এবং ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত না হয় এবং তার যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। এই বাসনা নিয়ে সে মন্দর পর্বতের উপত্যকায় অত্যন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছিল। দেবতারা হিরণ্যকশিপুকে তপস্যারত দেখে তাঁদের নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করেছিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু যখন এইভাবে তপস্যা করছিল, তখন তার মস্তক থেকে এক প্রকার অগ্নি উত্থিত হয়ে পশু, পক্ষী, দেবতা আদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীদের উত্তপ্ত করতে লাগল। যখন ঊর্ধ্ব এবং অধঃস্থ সমস্ত লোক অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার ফলে বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল, তখন দেবতারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে স্বর্গলোক পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং ব্রহ্মালোকে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন সেই অসহ্য তাপ প্রশমিত করেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে বলেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপু অমরত্ব লাভ করে ধ্রুবলোক সহ সমস্ত লোকের অধিপতি হওয়ার অভিসন্ধি করেছে।

ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর তপস্যার উদ্দেশ্য অবগত হয়ে, ভৃগু এবং দক্ষ আদি মহাত্মাগণ সহ তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে হিরণ্যকশিপুর মস্তকে তা সিঞ্চন করেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সম্মুখে বার বার শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর স্তব করতে লাগল। ব্রহ্মা যখন তাকে বর দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তখন সে প্রার্থনা করেছিল সে যেন কোন জীব থেকে, আবৃত অথবা

অনাবৃত কোন স্থানে, দিনে অথবা রাত্রে, কোন অস্ত্রের দ্বারা, ভূমিতে অথবা আকাশে, এবং মানুষ বা পশু, চেতন বা অচেতন কারোর দ্বারা নিহত না হয়। সে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য এবং অণিমা, লঘিমা আদি অষ্টসিদ্ধিও প্রার্থনা করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

হিরণ্যকশিপূ রাজন্নজেয়মজরামরম্ ।
আত্মানমপ্রতিদ্বন্দ্বমেকরাজং ব্যধিৎসত ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **হিরণ্যকশিপুঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অজেয়ম্**—কোন শত্রুর দ্বারা অপরাজেয়; **অজর**—বার্ধক্য বা ব্যাধিশূন্য; **অমরম্**—অমর; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অপ্রতিদ্বন্দ্বম্**—প্রতিপক্ষহীন; **এক-রাজম্**—ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি; **ব্যধিৎসত**—হওয়ার বাসনা করেছিল।

অনুবাদ

নারদ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অজেয় এবং জরা ও মৃত্যুরহিত হতে চেয়েছিল। সে অণিমা, লঘিমা আদি সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিল, মৃত্যুহীন হতে চেয়েছিল এবং ব্রহ্মলোক সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিল।

তাৎপর্য

অসুরদের তপস্যার উদ্দেশ্য এই প্রকার। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে বর প্রার্থনা করেছিল, যাতে সে ভবিষ্যতে ব্রহ্মারও ধাম অধিকার করতে পারে। তেমনই, অন্য আর একটি অসুর শিবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়ে, সেই বরের প্রভাবে শিবকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। এই প্রকার স্বার্থপর ব্যক্তিরা তাদের আসুরিক তপস্যার দ্বারা বর লাভ করে বর প্রদাতাকেই হত্যা করতে চায়। কিন্তু বৈষ্ণবেরা সর্বদাই ভগবানের নিত্য দাসরূপে থাকতে চান এবং কখনও ভগবানের পদ অধিকার করার দুর্বাসনা করেন না। অসুরেরা সাধারণত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে চায়। তারা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু তাদের তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত হলেও তারা পুনরায় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ২

স তেপে মন্দরদ্রোণ্যাং তপঃ পরমদারুণম্ ।
ঊর্ধ্ববাহুর্নভোদৃষ্টিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাবনিঃ ॥ ২ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **তেপে**—অনুষ্ঠান করেছিল; **মন্দর-দ্রোণ্যাম্**—মন্দর পর্বতের উপত্যকায়; **তপঃ**—তপস্যা; **পরম**—অত্যন্ত; **দারুণম্**—কঠোর; **ঊর্ধ্ব**—ঊর্ধ্বে উত্তোলিত; **বাহুঃ**—হাত; **নভঃ**—আকাশের দিকে; **দৃষ্টিঃ**—তার দৃষ্টি; **পাদাঙ্গুষ্ঠ**—তার পায়ের অঙ্গুষ্ঠের উপর; **আশ্রিত**—ভর করে; **অবনিঃ**—ভূমি।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু মন্দর পর্বতের উপত্যকায় পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে এবং আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেছিল। এইভাবে থাকা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু সে সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ সেই অবস্থা অবলম্বন করেছিল।

শ্লোক ৩

জটাদীধিতিভী রেজে সংবর্তার্ক ইবাংশুভিঃ ।
তস্মিংস্তপস্তপ্যমানে দেবাঃ স্থানানি ভেজিরে ॥ ৩ ॥

জটা-দীধিতিভিঃ—জটার দীপ্তির দ্বারা; **রেজে**—উজ্জ্বল হয়েছিল; **সংবর্ত-অর্কঃ**—প্রলয়কালীন সূর্য; **ইব**—সদৃশ; **অংশুভিঃ**—কিরণের দ্বারা; **তস্মিন্**—সে (হিরণ্যকশিপু) যখন; **তপঃ**—তপস্যা; **তপ্যমানে**—যুক্ত; **দেবাঃ**—যে সমস্ত দেবতারা হিরণ্যকশিপুর আসুরিক কার্যকলাপ দর্শন করার জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিচরণ করছিলেন; **স্থানানি**—তাদের নিজ নিজ স্থানে; **ভেজিরে**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর জটা থেকে প্রলয়কালীন সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল এবং অসহ্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তাকে এইভাবে কঠোর তপস্যারত দেখে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণকারী দেবতারা তাঁদের নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

তস্য মূর্ধ্নঃ সমুদ্ভূতঃ সধূমোঽগ্নিস্তপোময়ঃ ।
তীর্যগূর্ধ্বমধোলোকান্ প্রাতপদ্বিষ্বগীরিতঃ ॥ ৪ ॥

তস্য—তার; মূর্ধ্নঃ—মস্তক থেকে; সমুদ্ভূতঃ—উদ্ভূত; সধূমঃ—ধূম্র সহ; অগ্নিঃ—আগুন; তপঃ-ময়ঃ—কঠোর তপস্যার ফলে; তীর্যক্—পার্শ্ববর্তী; ঊর্ধ্বম্—ঊর্ধ্ব; অধঃ—নিম্ন; লোকান্—গ্রহলোকসমূহ; প্রাতপৎ—উত্তপ্ত; বিষ্বক্—সর্বত্র; ঈরিতঃ—বিস্তৃত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার ফলে তার মস্তক থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়েছিল, এবং সেই অগ্নি ও তার ধূম সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং তার তাপে সমস্ত গ্রহলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৫

চুক্ষুভুর্নদ্যুদন্বন্তঃ সদ্বীপাদ্রিশ্চচাল ভূঃ ।
নিপেতুঃ সগ্রহাস্তারা জজ্বলুশ্চ দিশো দশ ॥ ৫ ॥

চুক্ষুভুঃ—ক্ষুব্ধ হয়েছিল; নদী-উদন্বন্তঃ—নদী এবং সমুদ্র; সদ্বীপ—দ্বীপ সহ; অদ্রিঃ—এবং পর্বত; চচাল—বিচলিত; ভূঃ—ভূপৃষ্ঠ; নিপেতুঃ—পতিত হয়েছিল; স-গ্রহাঃ—গ্রহগণ সহ; তারাঃ—নক্ষত্র; জজ্বলুঃ—প্রজ্বলিত; চ—ও; দিশঃ দশ—দশ দিক।

অনুবাদ

তার কঠোর তপস্যার প্রভাবে নদী এবং সমুদ্রগুলি ক্ষুব্ধ হয়েছিল, পর্বত এবং দ্বীপ সহ ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয়েছিল, এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল । দশ দিক প্রজ্বলিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

তেন তপ্তা দিবং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং যযুঃ সুরাঃ ।
ধাত্রে বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবদেব জগৎপতে ।
দৈত্যেন্দ্রতপসা তপ্তা দিবি স্থাতুং ন শক্নুমঃ ॥ ৬ ॥

তেন—সেই (তপস্যার অগ্নির) দ্বারা; **তপ্তাঃ**—উত্তপ্ত; **দিবম্**—স্বর্গলোকে তাঁদের বাসস্থান; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **ব্রহ্ম-লোকম্**—ব্রহ্মলোকে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **সুরাঃ**—দেবতাগণ; **ধাত্রে**—ব্রহ্মাকে; **বিজ্ঞাপয়াম্ আসুঃ**—নিবেদন করেছিলেন; **দেব-দেব**—হে প্রধান দেবতা; **জগৎ-পতে**—হে জগতের পতি; **দৈত্য-ইন্দ্র-তপসা**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার দ্বারা; **তপ্তাঃ**—সন্তপ্ত হয়ে; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **স্থাতুম্**—থাকতে; **ন**—না; **সক্নুমঃ**—আমরা সমর্থ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার ফলে সন্তপ্ত এবং অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, সমস্ত দেবতারা স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিধাতাকে বলেছিলেন—হে দেবদেব, হে জগৎপতে, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তার মস্তক থেকে উদ্‌গত অগ্নির তাপে আমরা এতই সন্তপ্ত হয়েছি যে, আমরা আর স্বর্গলোকে থাকতে পারছি না। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি।

শ্লোক ৭

তস্য চোপশমং ভূমন্ বিধেহি যদি মন্যসে ।
লোকা ন যাবন্নঙ্ক্ষ্যন্তি বলিহারাস্তবাভিভূঃ ॥ ৭ ॥

তস্য—এর; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **উপশমম্**—নিবারণ; **ভূমন্**—হে মহাপুরুষ; **বিধেহি**—করুন; **যদি**—যদি; **মন্যসে**—আপনি ঠিক বলে মনে করেন; **লোকাঃ**—বিভিন্ন লোকের সমস্ত অধিবাসীরা; **ন**—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **নঙ্ক্ষ্যন্তি**—বিনাশ প্রাপ্ত হবে; **বলিহারাঃ**—যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে; **তব**—আপনার; **অভিভূঃ**—হে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি।

অনুবাদ

হে মহাপুরুষ, হে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে আপনার সমস্ত অনুগত ব্যক্তিদের বিনাশের পূর্বেই এই সর্বলোক-ক্ষয়কারী উপদ্রব নিবারণ করুন।

শ্লোক ৮

তস্যায়ং কিল সঙ্কল্পশ্চরতো দুশ্চরং তপঃ ।
শ্রূয়তাং কিং ন বিদিতস্তবাথাপি নিবেদিতম্ ॥ ৮ ॥

তস্য—তার; **অয়ম্**—এই; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **সঙ্কল্পঃ**—সংকল্প; **চরতঃ**—আচরণকারী; **দুশ্চরম্**—অত্যন্ত কঠিন; **তপঃ**—তপস্যা; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ করুন; **কিম্**—কি; **ন**—না; **বিদিতঃ**—জ্ঞাত; **তব**—আপনার; **অথাপি**—তথাপি; **নিবেদিতম্**—নিবেদিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। যদিও তার পরিকল্পনা আপনার অজ্ঞাত নয়, তবুও আমরা তার অভিপ্রায় বর্ণনা করছি, দয়া করে আপনি তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৯-১০

সৃষ্ট্বা চরাচরমিদং তপোযোগসমাধিনা ।
অধ্যাস্তে সর্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ পরমেষ্ঠী নিজাসনম্ ॥ ৯ ॥
তদহং বর্ধমানেন তপোযোগসমাধিনা ।
কালাত্মনোশ্চ নিত্যত্বাৎ সাধয়িষ্যে তথাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; **চর**—জঙ্গম; **অচরম্**—স্থাবর; **ইদম্**—এই; **তপঃ**—তপস্যার; **যোগ**—এবং যোগশক্তির; **সমাধিনা**—সমাধির অনুশীলনের দ্বারা; **অধ্যাস্তে**—অধিষ্ঠিত; **সর্ব-ধিষ্ণ্যেভ্যঃ**—স্বর্গ আদি সমস্ত লোকের; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মা; **নিজ-আসনম্**—তাঁর নিজের সিংহাসনে; **তৎ**—অতএব; **অহম্**—আমি; **বর্ধমানেন**—বর্ধিত করার দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ**—যোগশক্তি; **সমাধিনা**—এবং সমাধি; **কাল**—কালের; **আত্মনোঃ**—এবং আত্মার; **চ**—এবং; **নিত্যত্বাৎ**—নিত্যত্বের ফলে; **সাধয়িষ্যে**—লাভ করব; **তথা**—ততখানি; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য।

অনুবাদ

"এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম পুরুষ ব্রহ্মা তপস্যা, যোগশক্তি এবং সমাধির দ্বারা তাঁর অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর তিনি সর্বাধিক পূজ্য

দেবতা হয়েছেন। যেহেতু আমি নিত্য এবং কালও নিত্য, তাই আমিও বহু জন্ম তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রভাবে ব্রহ্মার মতো পদ অধিকার করব।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার পদ অধিকার করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল, কিন্তু তার পক্ষে তা অসম্ভব ছিল কারণ ব্রহ্মার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*—সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক দিনের সমান। ব্রহ্মার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ এবং তার ফলে হিরণ্যকশিপুর পক্ষে সেই পদ অধিকার করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্থির করেছিল যে, আত্মা এবং কাল উভয়েই যেহেতু নিত্য, তাই সে যদি এক জীবনে সেই পদ অধিকার করতে না পারে, তা হলে সে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তপস্যা করতে থাকবে, যাতে সে কোন এক সময় সেই পদ প্রাপ্ত হতে পারে।

শ্লোক ১১

অন্যথেদং বিধাস্যেঽহমযথাপূর্বমোজসা ।
কিমন্যৈঃ কালনির্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

অন্যথা—ঠিক বিপরীত; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **বিধাস্যে**—তৈরি করব; **অহম্**—আমি; **অযথা**—অনুপযুক্ত; **পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **ওজসা**—আমার তপোবলের প্রভাবে; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **অন্যৈঃ**—অন্যদের সঙ্গে; **কাল-নির্ধূতৈঃ**—কালের প্রভাবে যা বিনষ্ট হয়ে যায়; **কল্পান্তে**—যুগান্তে; **বৈষ্ণব-আদিভিঃ**—ধ্রুবলোক বা বৈকুণ্ঠ আদি লোক।

অনুবাদ

"আমার কঠোর তপস্যার প্রভাবে আমি পুণ্য এবং পাপের ফল উল্টে দেব। আমি জগতের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টে দেব। কল্পান্তে ধ্রুবলোকও বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করি।"

তাৎপর্য

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে হিরণ্যকশিপুর আসুরিক সংকল্পের কথা বলেছিলেন। তাঁরা তাঁকে বলেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টে দিতে চায়। এই

জগতে কঠোর তপস্যা করে মানুষ স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু হিরণ্যকশিপু চেয়েছিল তারা যেন স্বর্গলোকেও অসুখী এবং দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হয়, কারণ দেবতারা তার প্রতি কূটনৈতিক মনোভাব পোষণ করেছিল। সে চেয়েছিল বৈষয়িক লেনদেনের প্রভাবে যারা এই জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, সেই কারণে তারা যেন স্বর্গলোকেও অসুখী হয়। প্রকৃতপক্ষে সে এই প্রকার দুঃখ-দুর্দশা সর্বত্র প্রচলিত করতে চেয়েছিল। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা কিভাবে সম্ভব, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের এই ব্যবস্থা তো অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর গর্ব ছিল যে, সে তার তপস্যার প্রভাবে সব কিছু করতে সক্ষম হবে। এমন কি সে বৈষ্ণবের স্থিতিও বিপন্ন করতে চেয়েছিল। এইগুলি আসুরিক সংকল্পের কয়েকটি লক্ষণ।

শ্লোক ১২

ইতি শুশ্রুম নির্বন্ধং তপঃ পরমমাস্থিতঃ ।
বিধৎস্বানন্তরং যুক্তং স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমরা শুনেছি; **নির্বন্ধম্**—দৃঢ়সংকল্প; **তপঃ**—তপস্যা; **পরমম্**—অত্যন্ত কঠোর; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত; **বিধৎস্ব**—দয়া করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন; **অনন্তরম্**—যত শীঘ্র সম্ভব; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **ত্রিভুবনেশ্বর**—হে ত্রিভুবন-পতি।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে, আপনার পদ লাভের উদ্দেশ্যে হিরণ্যকশিপু এখন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, দয়া করে আপনি অচিরেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রভু ভৃত্যের পালন-পোষ্কা করে, কিন্তু ভৃত্য সর্বদা পরিকল্পনা করে কিভাবে সে তার প্রভুর পদ অধিকার করবে। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্বকালে বহু ভৃত্য ষড়যন্ত্র করে তাদের প্রভুর পদ অধিকার করে নিয়েছিল। চৈতন্য সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, সুবুদ্ধি রায় নামক এক মস্ত বড় জমিদার একটি মুসলমান বালককে তাঁর ভৃত্যরূপে রেখেছিলেন। তিনি সেই বালকটিকে তাঁর নিজের সন্তানের মতো দেখতেন, এবং

কোনও এক সময় সেই বালকটি কিছু চুরি করলে, তিনি তাকে বেত্রাঘাত করে দণ্ড দিয়েছিলেন। তার পিঠে সেই দাগ বসে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই বালকটি কুটিল উপায়ে বাংলার নবাব হুসেন শাহ হয়েছিল। একদিন তার বেগম তার পিঠে সেই দাগ দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। নবাব উত্তর দিয়েছিল যে, তার বাল্যাবস্থায় সে যখন সুবুদ্ধি রায়ের চাকর ছিল, তখন তার কোন দুষ্কার্যের জন্য তিনি তাকে দণ্ড দিয়েছিলেন। সেই কথা শুনে নবাবের পত্নী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তার পতিকে অনুরোধ করে সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করতে। নবাব হুসেন শাহ অবশ্য সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল এবং তাই সে তাকে হত্যা করতে চায়নি, কিন্তু তার পত্নীর অনুরোধে সে সুবুদ্ধি রায়কে মুসলমানে পরিণত করতে সম্মত হয়েছিল। সে তার জলের পাত্র থেকে সুবুদ্ধি রায়ের উপর জল ছিটিয়ে ঘোষণা করেছিল যে, সুবুদ্ধি রায় এখন মুসলমান হয়ে গেছে। এখানে বক্তব্য হচ্ছে যে, নবাব ছিল সুবুদ্ধি রায়ের একজন সাধারণ চাকর, কিন্তু কোন না কোন উপায়ে সে বাংলার নবাবের পদ অধিকার করেছিল। এই হচ্ছে জড় জগৎ। সকলেই যদিও তাদের ইন্দ্রিয়ের দাস, তবুও তারা সকলেই বিভিন্ন উপায়ে প্রভু হওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রথা অনুসরণ করে, জীব ইন্দ্রিয়ের দাস হওয়া সত্ত্বেও সারা ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হওয়ার চেষ্টা করে। হিরণ্যকশিপু তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, এবং তার অভিপ্রায়ের কথা দেবতারা ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তবাসনং দ্বিজগবাং পারমেষ্ঠ্যং জগৎপতে ।
ভবায় শ্রেয়সে ভূত্যৈ ক্ষেমায় বিজয়ায় চ ॥ ১৩ ॥

তব—আপনার; **আসনম্**—সিংহাসন; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের অথবা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির; **গবাম্**—গাভীদের; **পারমেষ্ঠ্যম্**—পরম; **জগৎ-পতে**—হে জগদীশ্বর; **ভবায়**—উন্নতির জন্য; **শ্রেয়সে**—চরম সুখের জন্য; **ভূত্যৈ**—ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য; **ক্ষেমায়**—পালন এবং সৌভাগ্যের জন্য; **বিজয়ায়**—জয় এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার পদ সকলের জন্যই পরম কল্যাণকর, বিশেষ করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের জন্য। তার ফলে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গোরক্ষা অধিক থেকে অধিকতর মহিমান্বিত হবে, এবং এইভাবে সর্বপ্রকার সুখ, ঐশ্বর্য

এবং সৌভাগ্য আপনা থেকেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, হিরণ্যকশিপু যদি আপনার পদ অধিকার করে, তা হলে সব কিছু বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দ্বিজগব্যং পারমেষ্ঠ্যম্* শব্দ দুটি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গাভীর পরম উৎকৃষ্ট পদ সূচিত করে। বৈদিক সংস্কৃতিতে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের মঙ্গলসাধন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ এবং গাভীদের সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা না করে, তা হলে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার পদ অধিকার করতে পারে বলে আশঙ্কা করে দেবতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু ছিল এক কুখ্যাত দৈত্য এবং দেবতারা জানত যে, রাক্ষস এবং অসুরেরা যদি পরম পদ অধিকার করে বসে, তা হলে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গোরক্ষার ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব কিছুরই পরম অধীশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*)। তাই ভগবান ভালভাবেই জানেন কিভাবে এই জগতে জীবের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে একজন করে ব্রহ্মা রয়েছেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে (*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*)। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি তাঁর শিষ্য এবং পুত্রদের বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন। প্রতিটি লোকের রাজা অথবা সর্বোচ্চ নিয়ন্তার অবশ্য কর্তব্য ব্রহ্মার প্রতিনিধি হওয়া। তাই, যদি রাক্ষস অথবা অসুরেরা ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত হয়, তা হলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যবস্থা, বিশেষ করে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গাভীদের রক্ষা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। সমস্ত দেবতারা এই বিপদের আশঙ্কা করছিলেন, এবং তাই তাঁরা হিরণ্যকশিপুর পরিকল্পনা প্রতিহত করতে অচিরেই যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করতে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন।

সৃষ্টির শুরুতে মধু এবং কৈটভ নামক দুই অসুরের দ্বারা ব্রহ্মা আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে *মধুকৈটভহন্তৃ* বলা হয়। এখন আবার হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার পদ অধিকার করার চেষ্টা করছিল। এই জগৎ এমনই একটি স্থান যেখানে ব্রহ্মার পদ পর্যন্ত নিরাপদ নয়, সুতরাং সাধারণ জীবের আর কি কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপুর সময় পর্যন্ত, কেউই ব্রহ্মার পদ অধিকার করার চেষ্টা করেনি। হিরণ্যকশিপু কিন্তু এমনই এক মহা-দৈত্য ছিল যে, সে তার অতি উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল।

ভূত্যৈ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য", এবং *শ্রেয়সে* শব্দটির অর্থ চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। পারমার্থিক উন্নতির ফলে জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি হয়, সেই সঙ্গে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। কেউ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে ঐশ্বর্যময় পদ প্রাপ্ত হন, তা হলে তাঁর সেই ঐশ্বর্যের কখনও হ্রাস হয় না। তাই এই প্রকার আধ্যাত্মিক আশীর্বাদকে বলা হয় ভূতি বা *বিভূতি*। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪১) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন, *যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং...মম তেজোঽংশসম্ভবম্*—ভক্ত যদি আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত হন এবং তার ফলে জড় ঐশ্বর্যও লাভ করেন, তা হলে সেই পদটি তাঁর প্রতি ভগবানের বিশেষ উপহার। এই প্রকার ঐশ্বর্যকে কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে এই পৃথিবীতে ব্রহ্মার প্রভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে, এবং হিরণ্যকশিপুর প্রতিনিধিরা—রাক্ষস এবং অসুরেরা এই পৃথিবীকে অধিকার করে নিয়েছে। তাই সমস্ত সৌভাগ্যের মূলস্বরূপ যে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গাভী তাদের কোন রকম সুরক্ষা করা হচ্ছে না। এই যুগটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ অসুর এবং রাক্ষসেরা সমাজকে পরিচালনা করছে।

শ্লোক ১৪

ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবৈর্ভগবানাত্মভূর্নৃপ ।
পরিতো ভৃগুদক্ষাদ্যৈর্যযৌ দৈত্যেশ্বরাশ্রমম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—নিবেদিত; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **পরিতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **ভৃগু**—ভৃগু; **দক্ষ**—দক্ষ; **আদ্যৈঃ**—এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **দৈত্য-ঈশ্বর**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর; **আশ্রমম্**—তপস্যার স্থলে।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরম শক্তিমান ব্রহ্মা এইভাবে দেবতাদের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়ে ভৃগু, দক্ষ আদি মহর্ষিগণ সহ তৎক্ষণাৎ হিরণ্যকশিপু যেখানে তপস্যা করছিল সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর তপস্যা পূর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন, যাতে তিনি তার কাছে গিয়ে তার বাসনা অনুসারে তাকে বর প্রদান করতে পারেন। এখন, সমস্ত দেবতা এবং মহর্ষিগণ সহ ব্রহ্মা তাকে তার বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

ন দদর্শ প্রতিচ্ছন্নং বল্মীকতৃণকীচকৈঃ ।
পিপীলিকাভিরাচীর্ণং মেদস্ত্বঙ্মাংসশোণিতম্ ॥ ১৫ ॥
তপন্তং তপসা লোকান্ যথাভ্রাপিহিতং রবিম্ ।
বিলক্ষ্য বিস্মিতঃ প্রাহ হসংস্তং হংসবাহনঃ ॥ ১৬ ॥

ন—না; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **প্রতিচ্ছন্নম্**—আবৃত; **বল্মীক**—উইয়ের ঢিপি; **তৃণ**—ঘাস; **কীচকৈঃ**—এবং বাঁশের দ্বারা; **পিপীলিকাভিঃ**—পিপীলিকার দ্বারা; **আচীর্ণম্**—চারদিক থেকে খেয়ে ফেলেছে; **মেদঃ**—মেদ; **ত্বক্**—ত্বক; **মাংস**—মাংস; **শোণিতম্**—এবং রক্ত; **তপন্তম্**—তাপ প্রদান করে; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **লোকান্**—ত্রিভুবন; **যথা**—যেমন; **অভ্র**—মেঘের দ্বারা; **অপিহিতম্**—আচ্ছাদিত; **রবিম্**—সূর্য; **বিলক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **হসন্**—হেসে; **তম্**—তাকে; **হংস-বাহনঃ**—হংসবাহন ব্রহ্মা।

অনুবাদ

হংসবাহন ব্রহ্মা প্রথমে হিরণ্যকশিপুকে দেখতে পাননি, কারণ হিরণ্যকশিপুর দেহ একটি উইয়ের ঢিপি, তৃণ, বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। হিরণ্যকশিপু দীর্ঘকাল সেখানে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিল বলে, অসংখ্য পিপীলিকা তার ত্বক, মেদ, মাংস এবং রক্ত খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ব্রহ্মা এবং দেবতারা তাকে তার তপস্যার দ্বারা সমস্ত জগৎকে তাপ প্রদানকারী মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মতো দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রহ্মা বিস্মিত চিত্তে হাসতে হাসতে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ত্বক, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ইত্যাদি ব্যতীত জীব কেবল তার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বেঁচে থাকতে পারে। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ*—জড় আবরণের

সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। হিরণ্যকশিপু বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিল। বস্তুতপক্ষে বলা হয় যে, সে এক শত দিব্য বছর ধরে তপস্যা করেছিল। যেহেতু আমাদের এক দিন দেবতাদের ছয় মাস, অতএব তা নিঃসন্দেহে অতি দীর্ঘকাল ছিল। প্রকৃতির নিয়মে তার দেহ পিপীলিকা আদি পরজীবী প্রাণীরা প্রায় খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। তাই ব্রহ্মাও প্রথমে তাকে দেখতে পাননি। পরে ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন হিরণ্যকশিপু কোথায় ছিল, এবং হিরণ্যকশিপুর এই অসাধারণ তপস্যা দর্শন করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। অন্য যে কেউ মনে করত যে, হিরণ্যকশিপু মরে গেছে, কারণ তার দেহ নানাভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় উপাদানের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলেও হিরণ্যকশিপু বেঁচে আছে।

এখানে দ্রষ্টব্য যে, হিরণ্যকশিপু যদিও দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করেছিল, তবুও সে একজন দৈত্য বা রাক্ষসরূপে পরিচিত ছিল। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যাবে যে, অনেক বড় বড় মহাত্মারাও এই ধরনের কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করতে পারেন না। তা হলে হিরণ্যকশিপুকে রাক্ষস বা দৈত্য বলা হচ্ছে কেন? তার কারণ হচ্ছে সে যা করেছিল, তা সবই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য। তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিল মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক বালক, এবং প্রহ্লাদের কি করার ক্ষমতা ছিল? কিন্তু নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে অল্প একটু ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলেই প্রহ্লাদ ভগবানের এত প্রিয় হয়েছিলেন যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু তার সমস্ত তপস্যা সত্ত্বেও নিহত হয়েছিল। এটিই ভগবদ্ভক্তির এবং সিদ্ধিলাভের অন্যান্য পন্থার মধ্যে পার্থক্য। যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করে, তারা সারা জগতের কাছে ভয়াবহ, কিন্তু অল্প ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনকারী ভক্ত সকলেরই সুহৃদ (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)। ভগবান যেহেতু সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ্ এবং ভক্ত যেহেতু ভগবানের গুণাবলী অর্জন করেন, তাই ভক্তও ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা সকলের মঙ্গলসাধন করেন। হিরণ্যকশিপু যদিও এইভাবে কঠোর তপস্যা করেছিল, তবুও সে একটি দৈত্য বা রাক্ষসই ছিল, কিন্তু সেই দৈত্যপিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের পরম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং ভগবান স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। ভক্তিকে তাই বলা হয় *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তম্*, অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত এবং *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য স্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ১৭

শ্রীব্রহ্মোবাচ

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে তপঃসিদ্ধোঽসি কাশ্যপ ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **উত্তিষ্ঠ**—ওঠ; **উত্তিষ্ঠ**—ওঠ; **ভদ্রম্**—তোমার মঙ্গল হোক; **তে**—তোমাকে; **তপঃ-সিদ্ধঃ**—তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছ; **অসি**—তুমি; **কাশ্যপ**—হে কশ্যপের পুত্র; **বরদঃ**—বর প্রদানকারী; **অহম্**—আমি; **অনুপ্রাপ্তঃ**—এসেছি; **ব্রিয়তাম্**—প্রার্থনা কর; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **বরঃ**—বর।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে কশ্যপ মুনির পুত্র, তুমি ওঠ, ওঠ। তোমার মঙ্গল হোক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ, এবং তাই আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তুমি তোমার বাসনা অনুসারে বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করতে চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দ পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হিরণ্যকশিপু হিরণ্যগর্ভ নামে পরিচিত ব্রহ্মার ভক্ত হয়ে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন বলে সে হিরণ্যক নামেও পরিচিত। রাক্ষস এবং অসুরেরা ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের পূজা করে, সেই সমস্ত দেবতাদের পদ অধিকার করার জন্য। সেই কথা আমরা পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছি।

শ্লোক ১৮

অদ্রাক্ষমহমেতং তে হৃৎসারং মহদদ্ভুতম্ ।
দংশভক্ষিতদেহস্য প্রাণা হ্যস্থিষু শেরতে ॥ ১৮ ॥

অদ্রাক্ষম্—স্বয়ং দেখেছি; **অহম্**—আমি; **এতম্**—এই; **তে**—তোমার; **হৃৎ-সারম্**—সহ্যশক্তি; **মহৎ**—অত্যন্ত মহান; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **দংশ-ভক্ষিত**—কীট এবং পিপীলিকারা খেয়ে ফেলেছে; **দেহস্য**—দেহের; **প্রাণাঃ**—প্রাণবায়ু; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্থিষু**—অস্থিতে; **শেরতে**—আশ্রয় করেছে।

অনুবাদ

আমি তোমার সহনশক্তি দর্শন করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। কীট এবং পিপীলিকারা যদিও তোমার সারা শরীর খেয়ে ফেলেছে, তবুও তুমি তোমার অস্থিতে তোমার প্রাণবায়ু ধারণ করে আছ। এটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, আত্মা অস্থির মধ্যেও থাকতে পারে, যা এখানে হিরণ্যকশিপুর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কোন মহাযোগী যখন সমাধিস্থ হন, তখন তাঁর দেহ সমাধিস্থ হলেও এবং তাঁর চামড়া, মাংস, মজ্জা, রক্ত ইত্যাদি খেয়ে ফেললেও, যদি কেবলমাত্র তাঁর অস্থি থাকে, তা হলেও তিনি তাঁর দিব্য স্থিতিতে অবস্থান করতে পারেন। সম্প্রতি একজন পুরাতত্ত্ববিদ তাঁর গবেষণার তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন যে, যিশুখ্রিস্টকে কবর দেওয়া হলেও তিনি কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। যোগীদের সমাধিস্থ অবস্থায় কবর দেওয়ার এবং কয়েক ঘণ্টা পর সুস্থ অবস্থায় তাদের কবর থেকে বেরিয়ে আসার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যোগীকে দিব্য স্থিতিতে সমাধিস্থ করা হলেও তিনি কেবল কয়েক দিনের জন্যই নয়, বহু বছর ধরে বেঁচে থাকতে পারেন।

শ্লোক ১৯

নৈতৎ পূর্বর্ষয়শ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
নিরম্বুর্ধারয়েৎ প্রাণান্ কো বৈ দিব্যসমাঃ শতম্ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **পূর্ব-ঋষয়ঃ**—তোমার পূর্বের ভৃগু আদি ঋষিগণ; **চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ন**—না; **করিষ্যন্তি**—করবে; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যেরা; **নিরম্বুঃ**—জল পান না করে; **ধারয়েৎ**—ধারণ করতে পারে; **প্রাণান্**—প্রাণবায়ু; **কঃ**—কে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দিব্য-সমাঃ**—দিব্য বর্ষ; **শতম্**—এক শত।

অনুবাদ

তোমার পূর্বতন ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরাও এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। এই ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, এক শত দিব্য বর্ষ ধরে জল পান না করে প্রাণ ধারণ করতে পারে?

তাৎপর্য

এখানে প্রতীত হয় যে, যোগী একবিন্দু জল পর্যন্ত পান না করে, যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বহু বছর বেঁচে থাকতে পারেন, এমন কি তাঁর বাহ্য দেহটি কীটপতঙ্গের দ্বারা ভুক্ত হলেও।

শ্লোক ২০

ব্যবসায়েন তেঽনেন দুষ্করেণ মনস্বিনাম্ ।
তপোনিষ্ঠেন ভবতা জিতোঽহং দিতিনন্দন ॥ ২০ ॥

ব্যবসায়েন—সংকল্পের দ্বারা; **তে**—তোমার; **অনেন**—এই; **দুষ্করেণ**—দুষ্কর; **মনস্বিনাম্**—মহর্ষি এবং মহাত্মাদের পক্ষেও; **তপঃ-নিষ্ঠেন**—তপস্যা করার উদ্দেশ্যে; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **জিতঃ**—বিজিত; **অহম্**—আমি; **দিতি-নন্দন**—হে দিতি পুত্র।

অনুবাদ

হে দিতিনন্দন, দৃঢ়সংকল্প সহকারে তুমি যে কঠোর তপস্যা করেছ তা মহান ঋষিদের পক্ষেও অসম্ভব। তোমার এই তপস্যার দ্বারা তুমি আমাকে নিশ্চিতভাবে জয় করেছ।

তাৎপর্য

এই *জিতঃ* শব্দটির সম্পর্কে শ্রীল মধ্ব মুনি *শব্দনির্ণয়* থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রদান করেছেন,*পরাভূতং বশস্থং চ জিতভিদুচ্যতে বুধৈঃ*—"কেউ যদি কারও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে অথবা অন্যের দ্বারা পরাজিত হয়, তা হলে তাকে বলা হয় *জিতঃ*।" হিরণ্যকশিপুর তপস্যা এমনই মহান এবং অদ্ভুত ছিল যে, ব্রহ্মা পর্যন্ত তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ততস্তে আশিষঃ সর্বা দদাম্যসুরপুঙ্গব ।
মর্তস্য তে হ্যমর্তস্য দর্শনং নাফলং মম ॥ ২১ ॥

ততঃ—এই কারণে; **তে**—তোমাকে; **আশিষঃ**—বর; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **দদামি**—আমি দান করব; **অসুর-পুঙ্গব**—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; **মর্তস্য**—মরণশীল ব্যক্তির; **তে**—তোমার

মতো; হি—বস্তুতপক্ষে; অমর্তস্য—মৃত্যুহীন ব্যক্তির; দর্শনম্—দর্শন; ন—না; অফলম্—বিফল; মম—আমার।

অনুবাদ

হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই কারণে আমি তোমাকে তোমার বাসনা অনুসারে সমস্ত বর দিতে প্রস্তুত। আমি অমর দেবতা, মানুষের মতো যাঁদের মৃত্যু হয় না। তাই তুমি মরণশীল হলেও আমার দর্শন তোমার বিফল হবে না।

তাৎপর্য

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ এবং অসুরেরা মরণশীল, কিন্তু দেবতাদের মৃত্যু হয় না। যে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে সত্যলোকে বাস করেন, তাঁরা প্রলয়ের পর সশরীরে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। তাই হিরণ্যকশিপু যদিও কঠোর তপস্যা করেছিল, কিন্তু ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, সে অমর হতে পারবে না, অথবা দেবতাদের সমান পদ লাভ করতে পারবে না। সে যে এত বছর ধরে মহাতপস্যা করেছিল, তার ফলে সে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। ব্রহ্মা সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্লোক ২২

শ্রীনারদ উবাচ

ইত্যুক্তাদিভবো দেবো ভক্ষিতাঙ্গং পিপীলিকৈঃ ।
কমণ্ডলুজলেনৌক্ষদ্দিব্যেনামোঘরাধসা ॥ ২২ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; ইতি—এইভাবে; উক্ত্বা—বলে; আদিভবঃ—এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব ব্রহ্মা; দেবঃ—প্রধান দেবতা; ভক্ষিতাঙ্গম্—হিরণ্যকশিপুর দেহ, যা প্রায় পূর্ণরূপে ভক্ষিত হয়েছিল; পিপীলিকৈঃ—পিপীলিকাদের দ্বারা; কমণ্ডলু—ব্রহ্মার হাতের কমণ্ডলু থেকে; জলেন—জলের দ্বারা; ঔক্ষৎ—সিঞ্চন করেছিলেন; দিব্যেন—যা ছিল দিব্য, সাধারণ নয়; অমোঘ—অব্যর্থ; রাধসা—যাঁর শক্তি।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে অব্যর্থ দিব্য জল নিয়ে পিপীলিকা কর্তৃক ভক্ষিত

হিরণ্যকশিপুর দেহের উপর সিঞ্চন করেছিলেন। তার ফলে হিরণ্যকশিপুর শরীর পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট এবং ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট প্রথম জীব। *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—আদি দেব বা আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং দিব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার কেউ ছিল না, কিন্তু ভগবান যেহেতু ব্রহ্মার হৃদয়ে বিরাজমান, তাই ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে শিক্ষা দান করেছিলেন। ভগবানের শক্তিতে বিশেষভাবে আবিষ্ট হওয়ার ফলে, ব্রহ্মা যাই করেন তাই অব্যর্থ হয়। এটিই *অমোঘরাধসা* শব্দের অর্থ। তিনি হিরণ্যকশিপুর শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল সিঞ্চন করার ফলে তৎক্ষণাৎ তা হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

স তৎ কীচকবল্মীকাৎ সহওজোবলান্বিতঃ ।
সর্বাবয়বসম্পন্নো বজ্রসংহননো যুবা ।
উত্থিতস্তপ্তহেমাভো বিভাবসুরিবৈধসঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—হিরণ্যকশিপু; **তৎ**—তা; **কীচক-বল্মীকাৎ**—উইয়ের ঢিপি এবং বাঁশের ঝাড় থেকে; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের শক্তি; **বল**—এবং দেহের শক্তি; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত; **সর্ব**—সমস্ত; **অবয়ব**—দেহের অঙ্গসমূহ; **সম্পন্নঃ**—পূর্ণরূপে ফিরে পেয়ে; **বজ্র-সংহননঃ**—বজ্রের মতো দৃঢ় শরীর সমন্বিত; **যুবা**—যুবক; **উত্থিতঃ**—উত্থিত হয়েছিল; **তপ্ত-হেম-আভঃ**—যার দেহের কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিল; **বিভাবসুঃ**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **এধসঃ**—কাঠ থেকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জলে সিক্ত হওয়া মাত্র হিরণ্যকশিপু বজ্রসদৃশ সর্ব অবয়ব সমন্বিত হয়ে উত্থিত হয়েছিল। তার দেহ শক্তিসম্পন্ন এবং অঙ্গের কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিল, এবং কাষ্ঠ থেকে যেভাবে অগ্নি উত্থিত হয়, ঠিক সেইভাবে সে বল্মীকের মধ্যে থেকে পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু এমনইভাবে পুনর্জীবন লাভ করেছিল যে, তার শরীর বজ্রের আঘাত পর্যন্ত সহ্য করতে পারত। এখন সে একজন অতি সুদৃঢ় শরীর সমন্বিত এক যুবক, যার দেহের সৌন্দর্য এবং কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো। তার কঠোর তপস্যার ফলে সে এইভাবে নবজীবন লাভ করেছিল।

শ্লোক ২৪

স নিরীক্ষ্যাম্বরে দেবং হংসবাহমুপস্থিতম্ ।
ননাম শিরসা ভূমৌ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অম্বরে**—আকাশে; **দেবম্**—দেবশ্রেষ্ঠ; **হংস-বাহম্**—হংস যাঁর বাহন; **উপস্থিতম্**—তাঁর সম্মুখে উপস্থিত; **ননাম**—প্রণাম করেছিল; **শিরসা**—তার মস্তকের দ্বারা; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **তৎ-দর্শন**—ব্রহ্মাকে দর্শন করে; **মহা-উৎসবঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

হংসবাহন ব্রহ্মাকে আকাশ-পথে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখে, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে মস্তক অবনত করে ব্রহ্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৩-২৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার-সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।"

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যারা দেবতাদের পূজা করে তারা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়, যদিও এই সমস্ত পূজকেরা পরোক্ষভাবে আমারই পূজা করে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যখন গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে গাছের

ডালপালায় জল দেয়, তখন বুঝতে হবে জ্ঞানের অভাবেই বা জল দেওয়ার প্রথাটি কি রকম তা না জানার ফলেই সে তা করে। গাছে জল দেওয়ার পন্থাটি হচ্ছে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া। তেমনই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সেবা করার উপায় হচ্ছে উদরকে খাদ্য সরবরাহ করা। সেইদিক দিয়ে বলা যায়, বিভিন্ন দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকর্তা। নাগরিকদের রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হয়, বিভিন্ন রাজকর্মচারী বা বিভাগীয় অধিকর্তাদের আইন নয়। তেমনই সকলের কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবানেরই পূজা করা। তার ফলে ভগবানের অধীনস্থ বিভিন্ন কর্মচারী এবং বিভাগীয় অধিকর্তারাও আপনা থেকেই প্রসন্ন হবেন। সমস্ত কর্মচারী এবং বিভাগীয় অধিকর্তারা সরকারেরই প্রতিনিধিরূপে তাদের কার্যে যুক্ত, এবং তাদের ঘুষ দেওয়া অবৈধ। তাই সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *অবিধিপূর্বকম্* । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের অনর্থক পূজা অনুমোদন করেন না।

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বৈদিক শাস্ত্রে নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। যজ্ঞ মানে হচ্ছেন বিষ্ণু। *ভগবদ্গীতায়* তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল যজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই কর্ম করা উচিত। মানব-সভ্যতার আদর্শ স্বরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা কারণ আমিই হচ্ছি পরম ঈশ্বর।" কিন্তু অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে, সাময়িক লাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজা করে। তাই তারা সংসার-আবর্তে পতিত হয় এবং জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য প্রাপ্ত হতে পারে না। কিন্তু কারও যদি জড়-জাগতিক কামনা-বাসনাও থাকে, তা হলেও তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন (যদিও তা শুদ্ধ ভক্তি নয়), এবং তার ফলে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হবেন।

হিরণ্যকশিপু যদিও ব্রহ্মাকে তার প্রণতি নিবেদন করেছে, কিন্তু সে ছিল ঘোর বিষ্ণুবিদ্বেষী। এটিই অসুরের লক্ষণ। অসুরেরা দেবতাদের ভগবান থেকে ভিন্ন জ্ঞানে পূজা করে। তারা জানে না যে, দেবতারা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কারণ তাঁরা ভগবানের সেবক। ভগবান যদি দেবতাদের থেকে তাঁর শক্তি নিয়ে নেন, তা হলে দেবতারা আর তাঁদের পূজকদের বর দান করতে পারবেন না। ভক্ত এবং অভক্ত বা অসুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভক্তেরা জানেন শ্রীবিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবান এবং সকলে তাঁর কাছ থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। ভক্তেরা কোন বিশেষ শক্তির জন্য দেবতাদের পূজা করেন না। তাঁরা জানেন তাঁর যদি কোন বিশেষ শক্তি লাভের বাসনা থাকে, তা হলে বিষ্ণুর ভক্তরূপে আচরণ করার সময় তিনি

সেই শক্তি প্রাপ্ত হবেন। তাই শাস্ত্রে (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১০) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" কারও যদি জড়-জাগতিক বাসনা থেকেও থাকে, তা হলে দেবতাদের পূজা না করে তার উচিত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, যাতে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অসুর বা অভক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য ব্রহ্মতর্ক থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

একস্থানৈককার্যত্বাদ্ বিষ্ণোঃ প্রাধান্যতস্তথা ।
জীবস্য তদধীনত্বান্ ন ভিন্নাধিকৃতং বচঃ ॥

যেহেতু বিষ্ণুই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই বিষ্ণুপূজার দ্বারা সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অন্য কোন দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ২৫

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঈক্ষমাণো দৃশা বিভুম্ ।
হর্ষাশ্রুপুলকোদ্ভেদো গিরা গদ্গদয়াগৃণাৎ ॥ ২৫ ॥

উত্থায়—উঠে; **প্রাঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **প্রহ্বঃ**—বিনীতভাবে; **ঈক্ষমাণঃ**—দেখে; **দৃশা**—তার চক্ষুর দ্বারা; **বিভুম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **হর্ষ**—আনন্দের; **অশ্রু**—অশ্রু; **পুলক**—রোমাঞ্চ; **উদ্ভেদঃ**—উন্মেষ; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **গদ্গদয়া**—স্খলিত কণ্ঠে; **অগৃণাৎ**—প্রার্থনা করেছিল।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মাকে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখে, দৈত্যপতি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ব্রহ্মার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সে তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কম্পিত কলেবরে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত বিনীতভাবে গদ্গদ বাক্যে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ২৬-২৭

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ

কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্ ।
অভিব্যনগ্ জগদিদং স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ স্বরোচিষা ॥ ২৬ ॥
আত্মনা ত্রিবৃতা চেদং সৃজত্যবতি লুম্পতি ।
রজঃসত্ত্বতমোধাম্নে পরায় মহতে নমঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—হিরণ্যকশিপু বলল; **কল্প-অন্তে**—ব্রহ্মার দিনান্তে; **কাল-সৃষ্টেন**—কাল কর্তৃক সৃষ্ট; **যঃ**—যিনি; **অন্ধেন**—গভীর অন্ধকারের দ্বারা; **তমসা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **আবৃতম্**—আচ্ছাদিত; **অভিব্যনক্**—প্রকাশিত; **জগৎ**—জগৎ; **ইদম্**—এই; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ংপ্রকাশ; **স্ব-রোচিষা**—তাঁর অঙ্গের কিরণের দ্বারা; **আত্মনা**—স্বয়ং; **ত্রি-বৃতা**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা সম্পাদিত; **চ**—ও; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **লুম্পতি**—বিনাশ করেন; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—এবং তমোগুণের; **ধাম্নে**—পরম আশ্রয়কে; **পরায়**—পরমেশ্বরকে; **মহতে**—মহৎকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বরকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর জীবনের প্রতি দিনের অন্তে এই ব্রহ্মাণ্ড কালের প্রভাবে ঘন অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এবং তার পরের দিন পুনরায় সেই স্বয়ং প্রকাশ প্রভু তাঁর নিজের জ্যোতির দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সমগ্র জগৎ প্রকাশ করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। সেই ব্রহ্মাই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের আশ্রয়।

তাৎপর্য

অভিব্যনগ্ জগদিদম্ শব্দগুলি এই জগতের স্রষ্টাকে ইঙ্গিত করে। আদি স্রষ্টা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*); ব্রহ্মা হচ্ছেন গৌণ স্রষ্টা। ব্রহ্মা যখন এই জগতের নির্মাতারূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তখন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম শক্তিশালীরূপে প্রকাশিত হন। সমগ্র জড়া প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি, এবং যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করেন। ব্রহ্মার দিনান্তে স্বর্গলোক পর্যন্ত সব কিছু প্রলয়বারিতে লয় হয়ে

যায়, এবং তার পরের দিন সকালে, ব্রহ্মাণ্ড যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তখন ব্রহ্মা পুনরায় পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকাশ করেন। তাই তাঁকে এখানে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্রীন্ গুণান্ বৃণোতি—ব্রহ্মা জড়া প্রকৃতির তিন গুণের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রকৃতিকে এখানে *ত্রিবৃতা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এই প্রকৃতি তিন গুণের উৎস। শ্রীল মধ্বাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, *ত্রিবৃতা* মানে হচ্ছে *প্রকৃত্যা*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আদি স্রষ্টা এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন আদি শিল্পী।

শ্লোক ২৮

নম আদ্যায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্তয়ে ।
প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকারৈর্ব্যক্তিমীয়ুষে ॥ ২৮ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **আদ্যায়**—আদি পুরুষকে; **বীজায়**—জগতের বীজ; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **বিজ্ঞান**—এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের; **মূর্তয়ে**—মূর্তি বা রূপকে; **প্রাণ**—প্রাণের; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **মনঃ**—মনের; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির; **বিকারৈঃ**—বিকারের দ্বারা; **ব্যক্তিম্**—প্রকাশ; **ঈয়ুষে**—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

অনুবাদ

আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি জ্ঞানবান এবং যিনি এই বিরাট জগৎ সৃষ্টির কার্যে তাঁর মন ও বুদ্ধির উপযোগ করতে পারেন। তাঁরই কার্যকলাপের ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জগতের কারণ।

তাৎপর্য

বেদান্ত-সূত্রের শুরু হয়েছে এই ঘোষণা করে যে, পরম পুরুষ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*)। কেউ প্রশ্ন করতে পারে ব্রহ্মাই কি সেই পরম পুরুষ। না, পরম পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মা তাঁর মন, বুদ্ধি, সমস্ত জড় উপাদান এবং অন্য সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছেন, এবং তারপর তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনার কার্যে গৌণ স্রষ্টা হয়েছেন। এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা উচিত কোন জড় পিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাক্রমে এই সৃষ্টি হয়নি। এই প্রকার অবান্তর মতবাদ বৈদিক তত্ত্ব অন্বেষণকারীরা কখনও স্বীকার করেন না। প্রথম

সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি ভগবান কর্তৃক পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—ব্রহ্মা যদিও প্রথম সৃষ্ট জীব, তবুও তিনি স্বতন্ত্র নন, কারণ তিনি তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে ভগবানের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তখন সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা ছাড়া আর কেউ ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁর বুদ্ধি সরাসরি তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে ভগবানের থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মাকে এই শ্লোকে সৃষ্টির আদি কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তা তাঁর ক্ষেত্রে জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা যায়। বহু নিয়ন্তা রয়েছেন, এবং তাঁরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৃষ্ট। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতের* একটি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা যখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ব্রহ্মা। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর ভৃত্যের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন কোন্ ব্রহ্মা তাঁর দ্বারে এসেছেন, তখন ব্রহ্মা আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, অবশ্যই চারকুমারের পিতা ব্রহ্মা তাঁর দ্বারে অপেক্ষা করছেন। পরে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন। তখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, কোটি কোটি ব্রহ্মা রয়েছেন, কারণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন সমস্ত ব্রহ্মাদের ডেকেছিলেন, যাঁরা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্মুখ ব্রহ্মা তখন অনুভব করেছিলেন যে, অসংখ্য মস্তক-বিশিষ্ট বহু ব্রহ্মাদের উপস্থিতিতে তিনি হচ্ছেন অতি নগণ্য। এইভাবে যদিও প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের শিল্পীরূপে একজন করে ব্রহ্মা রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁদের সকলের আদি উৎস।

শ্লোক ২৯

ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ
প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্ ।
চিত্তস্য চিত্তৈর্মনইন্দ্রিয়াণাং
পতির্মহান্ ভূতগুণাশয়েশঃ ॥ ২৯ ॥

ত্বম্—আপনি; **ঈশিষে**—প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করেন; **জগতঃ**—জঙ্গম; **তস্থুষঃ**—জড় বা স্থাবর; **চ**—এবং; **প্রাণেন**—প্রাণশক্তির দ্বারা; **মুখ্যেন**—সমস্ত কার্যকলাপের উৎস;

পতিঃ—প্রভু; **প্রজানাম্**—সমস্ত জীবদের; **চিত্তস্য**—মনের; **চিত্তৈঃ**—চেতনার দ্বারা; **মনঃ**—মনের; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—এবং কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের; **পতিঃ**—পালক; **মহান্**—মহান; **ভূত**—জড় উপাদানের; **গুণ**—এবং জড় উপাদানের গুণাবলী; **আশয়**—বাসনার; **ঈশঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি এই জড় জগতে জীবনের উৎস, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রভু ও নিয়ন্তা, এবং আপনি তাদের চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেন। আপনি মন, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পালক। অতএব আপনি সমস্ত জড় উপাদান ও তাদের গুণাবলীর পরম নিয়ন্তা, এবং আপনি সমস্ত বাসনারও নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সব কিছুরই আদি উৎস হচ্ছে জীবন। পরম জীবন যাঁর সেই কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*), এবং ব্রহ্মাও পুরুষ, কিন্তু ব্রহ্মার আদি উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*— "হে অর্জুন, আমার থেকে পরতর কোন তত্ত্ব নেই।" শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আদি উৎস এবং ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎস, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণাবলী ও কার্যকলাপের ক্ষমতা ব্রহ্মার মধ্যেও রয়েছে।

শ্লোক ৩০

ত্বং সপ্ততন্তূন্ বিতনোষি তন্বা
ত্রয্যা চতুর্হোত্রকবিদ্যয়া চ ।
ত্বমেক আত্মাত্মবতামনাদি-
রনন্তপারঃ কবিরন্তরাত্মা ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—আপনি; **সপ্ত-তন্তূন্**—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ থেকে শুরু করে সাত প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান; **বিতনোষি**—বিস্তৃত; **তন্বা**—আপনার শরীরের দ্বারা; **ত্রয্যা**—তিন বেদ; **চতুর্হোত্রক**—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্ম এবং উদ্গাতা—এই চার প্রকার বৈদিক

পুরোহিতদের; **বিদ্যয়া**—আবশ্যিক জ্ঞানের দ্বারা; **চ**—ও; **ত্বম্**—আপনি; **একঃ**—এক; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম-বতাম্**—সমস্ত জীবদের; **অনাদিঃ**—উৎপত্তি রহিত; **অনন্ত-পারঃ**—অন্তহীন; **কবিঃ**—পরম অনুপ্রেরণা দানকারী; **অন্তঃ-আত্মা**—হৃদয়াভ্যন্তরস্থ পরমাত্মা।

অনুবাদ

হে প্রভু, মূর্তিমান বেদরূপে এবং সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপের জ্ঞানের দ্বারা আপনি অগ্নিষ্টোম আদি সাত প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান বিস্তার করেন। বস্তুতপক্ষে আপনি তিন বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের অনুপ্রাণিত করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী, আপনি অনাদি, অনন্ত এবং সর্বজ্ঞ। আপনি স্থান এবং কালের সীমার অতীত।

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠান, সেই সম্বন্ধীয় জ্ঞান, এবং যাঁরা তা অনুষ্ঠান করেন, এই সবই পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—ভগবান থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে। পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কেউ যখন বৈদিক জ্ঞানে উন্নত হন, তখন পরমাত্মা তাঁকে পরিচালিত করেন। পরমাত্মারূপে ভগবান উপযুক্ত ব্যক্তিদের বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে প্রেরণা দেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ঋত্বিক নামক চার প্রকার পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। তাদের বলা হয় হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা এবং উদ্গাতা।

শ্লোক ৩১

ত্বমেব কালোঽনিমিষো জনানা-
মায়ুর্লবাদ্যবয়বৈঃ ক্ষিণোষি ।
কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠ্যজো মহাং-
স্ত্বং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা ॥ ৩১ ॥

ত্বম্—আপনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **কালঃ**—অন্তহীন কাল; **অনিমিষঃ**—পলকহীন; **জনানাম্**—জীবদের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **লব-আদি**—সেকেন্ড, লব, পল, মুহূর্ত আদি সমন্বিত; **অবয়বৈঃ**—বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা; **ক্ষিণোষিঃ**—ক্ষয় করে; **কূটস্থঃ**—কোন

কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **পরমেষ্ঠী**—পরমেশ্বর; **অজঃ**—জন্মহীন; **মহান্**—মহান; **ত্বম্**—আপনি; **জীব-লোকস্য**—এই জড় জগতের; **চ**—ও; **জীবঃ**—জীবনের কারণ; **আত্মা**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি নিত্য জাগ্রত হয়ে সর্বদ্রষ্টা নিত্য কালরূপে লব, পল, মুহূর্ত আদি বিভিন্ন অংশের দ্বারা আপনি সমস্ত জীবের আয়ু হরণ করেন। অথচ আপনি অপরিবর্তনীয়, পরমাত্মারূপে আপনি কূটস্থ, সাক্ষী, পরম নিয়ন্তা, জন্মরহিত, সর্বব্যাপ্ত, এবং সমস্ত জীবের কারণ এবং নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কূটস্থ* শব্দটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান যদিও সর্বত্রই অবস্থিত, তবুও তিনি সব কিছুর কেন্দ্র এবং তিনি অপরিবর্তনীয়। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—ভগবান তাঁর পূর্ণসত্তা নিয়ে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। *উপনিষদে একত্বম্* শব্দটির মাধ্যমে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে, যদিও কোটি কোটি জীব রয়েছে, তবুও ভগবান পরমাত্মারূপে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অনেকের মধ্যে এক। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—তাঁর বহু রূপ রয়েছে, তবুও তিনি অদ্বৈত—এক এবং অপরিবর্তনীয়। ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি নিত্য কালের মধ্যেও অবস্থিত। জীবদের ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলা হয়, কারণ সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ভগবান সকলের আত্মাস্বরূপ, যে কথা *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনে ঘোষিত হয়েছে। জীব যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তারা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তবুও তারা তাঁর থেকে ভিন্ন। পরমাত্মা, যিনি সমস্ত জীবদের কর্মে অনুপ্রাণিত করেন, তিনি এক এবং অবিকারী। বিভিন্ন প্রকার বিষয়, আশ্রয় এবং কার্যকলাপ রয়েছে, তবুও ভগবান এক।

শ্লোক ৩২

ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ-
দেজচ্চ কিঞ্চিদ্ ব্যতিরিক্তমস্তি ।
বিদ্যাঃ কলাস্তে তনবশ্চ সর্বা
হিরণ্যগর্ভোঽসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ ॥ ৩২ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার থেকে; **পরম্**—পরতর; **ন**—না; **অপরম্**—নিকৃষ্ট; **অপি**—ও; **অনেজৎ**—স্থাবর; **এজৎ**—জঙ্গম; **চ**—এবং; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **ব্যতিরিক্তম্**—ভিন্ন; **অস্তি**—রয়েছে; **বিদ্যাঃ**—জ্ঞান; **কলাঃ**—তাঁর অংশ; **তে**—আপনার; **তনবঃ**—দেহের অবয়ব; **চ**—এবং; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **হিরণ্য-গর্ভঃ**—যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর গর্ভে রাখেন; **অসি**—আপনি হন; **বৃহৎ**—বৃহত্তম থেকে বৃহত্তর; **ত্রি-পৃষ্ঠঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত।

অনুবাদ

আপনার থেকে পৃথক কিছুই নেই, তা সে উৎকৃষ্টই হোক অথবা নিকৃষ্টই হোক, স্থাবর হোক বা জঙ্গম হোক। উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্র এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রের জ্ঞানই হচ্ছে আপনার বাহ্য শরীরের রূপ। আপনি হিরণ্যগর্ভ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধার, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরম নিয়ন্তারূপে আপনি ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির অতীত।

তাৎপর্য

পরম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম কারণ' এবং *অপরম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কার্য'। পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং কার্য হচ্ছে এই জড় জগৎ। স্থাবর ও জঙ্গম, উভয় প্রকার জীবই কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বৈদিক নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং তাই তারা সকলেই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বিস্তার, এবং পরমাত্মারূপে তিনি সব কিছুরই কেন্দ্র। ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ভগবানের একটি নিঃশ্বাসের স্থিতিকাল পর্যন্ত (*যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ*)। এইভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুর গর্ভে রয়েছে। অতএব, কোন কিছুই ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। এটিই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের* দর্শন।

শ্লোক ৩৩

ব্যক্তং বিভো স্থূলমিদং শরীরং
যেনেন্দ্রিয়প্রাণমনোগুণাংস্ত্বম্ ।
ভুঙ্ক্ষে স্থিতো ধামনি পারমেষ্ঠ্যে
অব্যক্ত আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যক্তম্—প্রকাশিত; **বিভো**—হে প্রভু; **স্থূলম্**—জড় জগৎ; **ইদম্**—এই; **শরীরম্**—বাহ্য শরীর; **যেন**—যার দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **প্রাণ**—প্রাণ; **মনঃ**—মন; **গুণান্**—দিব্য গুণাবলী; **ত্বম্**—আপনি; **ভুঙ্ক্ষে**—ভোগ করেন; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **ধামনি**—আপনার নিজের ধামে; **পারমেষ্ঠ্যে**—পরম; **অব্যক্তঃ**—সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত নয়; **আত্মা**—আত্মা; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—প্রাচীনতম।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি অবিকৃতভাবে আপনার ধামে অবস্থিত হয়ে, এই জগতে আপনার বিশ্বরূপ বিস্তার করেন, তার ফলে মনে হয় যেন আপনি জড় জগতের রস আস্বাদন করছেন। আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরাণ পুরুষ ভগবান।

তাৎপর্য

বলা হয় যে পরম সত্য তিন রূপে প্রকাশিত হন—যথা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জড় জগৎ ভগবানের স্থূল শরীর। ভগবান গুণগতভাবে তাঁর থেকে অভিন্ন তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদের বিস্তার করে এই জড় জগতের রস আস্বাদন করেন। ভগবান কিন্তু সর্বদা বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিত, যেখানে তিনি চিন্ময় রস উপভোগ করেন। অতএব পরম সত্য ভগবান তাঁর জড় বিরাটরূপের দ্বারা, ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা এবং পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর স্বীয় সত্তার দ্বারা সর্বব্যাপ্ত।

শ্লোক ৩৪

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্ ।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অনন্ত-অব্যক্ত-রূপেণ—অনন্ত, অব্যক্ত রূপের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **অখিলম্**—সম্পূর্ণ; **ততম্**—বিস্তারিত; **চিৎ**—চিন্ময়; **অচিৎ**—এবং জড়; **শক্তি**—শক্তি; **যুক্তায়**—সমন্বিত; **তস্মৈ**—তাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমি সেই পরম পুরুষকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত এবং অব্যক্তরূপে এই অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত। তিনি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তি নামক মিশ্রা শক্তি সমন্বিত। জীবেরা ভগবানের তটস্থা শক্তি।

তাৎপর্য

ভগবান অনন্ত শক্তি সমন্বিত (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। ভগবানের এই অনন্ত শক্তি বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা এবং তটস্থা—এই তিনটি শক্তিতে মূলত বিভক্ত রয়েছে। বহিরঙ্গা শক্তি জড় জগৎকে প্রকাশ করে, অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে চিৎ-জগৎ, এবং তটস্থা শক্তি হচ্ছে জীবেরা, যারা অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মিশ্রণ। জীবেরা পরব্রহ্মের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে অন্তরঙ্গা শক্তি, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সংসর্গে আসার ফলে, সে জড়া শক্তি এবং পরা শক্তির সমন্বয়-রূপে প্রকাশিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির অতীত এবং তিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় লীলা-বিলাসে মগ্ন। জড়া প্রকৃতি তাঁর লীলার বহিরঙ্গা প্রকাশ মাত্র।

শ্লোক ৩৫

যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্মে বরদোত্তম ।
ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো ॥ ৩৫ ॥

যদি—যদি; **দাস্যসি**—আপনি দান করবেন; **অভিমতান্**—অভীষ্ট; **বরান্**—বর; **মে**—আমাকে; **বরদ-উত্তম**—সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **ভূতেভ্যঃ**—জীবদের থেকে; **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **বিসৃষ্টেভ্যঃ**—সৃষ্ট; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মা**—না; **ভূৎ**—হয়; **মম**—আমার; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে শ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তা হলে যেন আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী থেকে আমার মৃত্যু না হয়।

তাৎপর্য

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের আদি জীব ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টির শুরু থেকে সমস্ত জীবেরা এক শ্রেষ্ঠ জীব থেকে উৎপন্ন হয়েছে। চরমে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ, বা সমস্ত জীবের পিতা। *অহং বীজপ্রদঃ পিতা*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের বীজ প্রদানকারী পিতা।

এখানে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাকে ভগবান বলে বন্দনা করেছে, এবং ব্রহ্মার বরে অমর হওয়ার আশা করেছে। কিন্তু ব্রহ্মা অমর নন, কারণ কল্পান্তে ব্রহ্মারও মৃত্যু

হবে, সেই কথা এখন জেনে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করছে, যার ফলে সে প্রায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। তার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, এই জড় জগতে ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন জীব থেকে যেন তার মৃত্যু না হয়।

শ্লোক ৩৬

নান্তর্বহির্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ ।
ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগৈরপি ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **অন্তঃ**—ভিতরে (প্রাসাদে অথবা গৃহে); **বহিঃ**—বাইরে; **দিবা**—দিবাভাগে; **নক্তম্**—রাত্রে; **অন্যস্মাৎ**—ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কারও থেকে; **অপি**—ও; **চ**—ও; **আয়ুধৈঃ**—এই জগতের কোন অস্ত্রের দ্বারা; **ন**—না; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **ন**—না; **অম্বরে**—আকাশে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ন**—না; **নরৈঃ**—কোন মানুষের দ্বারা; **ন**—না; **মৃগৈঃ**—কোন পশুর দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

আপনি আমাকে বর দিন যেন গৃহের অভ্যন্তরে অথবা বাইরে, দিনের বেলা অথবা রাত্রে, ভূমিতে অথবা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আপনার সৃষ্ট জীব ছাড়াও অন্য কারোর দ্বারা, কোন অস্ত্রের দ্বারা, কোন মানুষের দ্বারা অথবা পশুর দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপুর ভয় ছিল যে, বিষ্ণু হয়তো একটি পশুরূপ ধারণ করে তাকে সংহার করবে, কারণ ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে তার ভাইকে বধ করেছিলেন। তাই সে অত্যন্ত সতর্ক ছিল যাতে কোন পশুও তাকে হত্যা করতে না পারে। কিন্তু পশুরূপ পরিগ্রহ না করেও শ্রীবিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাকে হত্যা করতে পারত, যে চক্র ভগবানের দৈহিক উপস্থিতি ব্যতীতই যে কোন স্থানে যেতে পারে। তাই হিরণ্যকশিপু সব রকম অস্ত্র থেকেও যাতে তার মৃত্যু না হয়, সেই সম্পর্কে সতর্ক ছিল। সে নিজেকে এইভাবে সর্বপ্রকার কাল, স্থান এবং দেশ থেকে যাতে তার মৃত্যু না হয় তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিল, কারণ তার ভয় ছিল যে, অন্য কোন দেশের বা স্থানের কেউ তাকে হত্যা করতে পারে।

উচ্চ এবং নিম্ন বহু গ্রহলোক রয়েছে এবং তাই সে প্রার্থনা করেছিল যাতে সেই সমস্ত লোকের কোন অধিবাসীদের দ্বারা তার মৃত্যু না হয়। তিনজন আদি দেবতা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। হিরণ্যকশিপু জানত যে ব্রহ্মা তাকে হত্যা করবে না, কিন্তু সে চেয়েছিল যাতে বিষ্ণু এবং শিবও তাকে হত্যা করতে না পারে। তার ফলে, সে এই প্রকার বর প্রার্থনা করেছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন জীব আর তাকে হত্যা করতে পারবে না। তা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও যাতে তার মৃত্যু না হয়, সেই বিষয়েও সে সাবধানতা অবলম্বন করেছিল। তাই সে বর চেয়েছিল যাতে গৃহের ভিতরে বা বাইরে তার মৃত্যু না হয়।

শ্লোক ৩৭-৩৮

ব্যসুভির্বাসুমদ্ভির্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ ।
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যং চ দেহিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
সর্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাত্মনঃ ।
তপোযোগপ্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥

ব্যসুভিঃ—নির্জীব বস্তুর দ্বারা; **বা**—অথবা; **অসুমদ্ভিঃ**—সজীব প্রাণীর দ্বারা; **বা**—অথবা; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **অসুর**—অসুরদের দ্বারা; **মহা-উরগৈঃ**—অধঃলোকবাসী মহাসর্পদের দ্বারা; **অপ্রতিদ্বন্দ্বতাম্**—প্রতিপক্ষহীন; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **ঐকপত্যম্**—একাধিপত্য; **চ**—এবং; **দেহিনাম্**—যাদের জড় দেহ রয়েছে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **লোক-পালানাম্**—সমস্ত লোকপালদের; **মহিমানম্**—মহিমা; **যথা**—যেমন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তপঃ-যোগ-প্রভাবাণাম্**—তপস্যা এবং যোগের প্রভাবে লব্ধ শক্তিতে যারা শক্তিমান তাদের; **যৎ**—যা; **ন**—কখনই না; **রিষ্যতি**—ধ্বংস হয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে প্রাণী, অপ্রাণী কারও থেকে আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে দেবতা, দৈত্য, অধঃলোকবাসী মহাসর্প থেকে আমার মৃত্যু না হয়। যেহেতু কেউই আপনাকে যুদ্ধে হত্যা করতে পারে না, তাই আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আমারও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। আপনি আমাকে সমস্ত জীবদের ও লোকপালদের

একাধিপত্য প্রদান করুন এবং সেই পদের সমস্ত মহিমা প্রদান করুন। অধিকন্তু, আমাকে তপস্যা এবং যোগ অভ্যাসের ফলে লব্ধ সমস্ত যোগসিদ্ধি প্রদান করুন, যা কখনও বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর তপস্যা, যোগ, সমাধি ইত্যাদির প্রভাবে তাঁর পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুও সেই প্রকার পদ প্রাপ্ত হতে চেয়েছিল। যোগ, তপস্যা এবং অন্যান্য পন্থা অনুশীলনের ফলে যে সাধারণ শক্তি লাভ করা যায় তা কখনও কখনও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যে শক্তি লাভ হয় তা কখনও বিনষ্ট হয় না। তাই হিরণ্যকশিপু এমন বর চেয়েছিল যা কখনও নষ্ট হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'হিরণ্যকশিপুর অমর হওয়ার পরিকল্পনা' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।